সংবাদ

তারিখ ০৪ FEB 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

জগন্নাথকে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার দাবি : শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া ১২টি হল উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণার দাবিতে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ক্যাম্পাসে প্রায় সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী তাদের নির্ধারিত ক্লাস বর্জন করে এ কর্মসূচি পালন করে। বিক্ষোভ মিছিল শেষে অবিলম্বে

বিক্ষোভ : পৃঃ ২ কঃ ৭

বিক্ষোভ : শিক্ষার্থীদের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বেদখল হওয়া হলগুলো উদ্ধার করে শিক্ষার্থীদের আবাসন সঙ্কট নিরসনসহ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করা না হলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানায়। একই দাবিতে আগামী রোববার শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার বরাবর স্মারকলিপি দেবে বলে কর্মসূচিতে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া ১২টি হল উদ্ধার এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণার দাবিতে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হয়। বেলা ১১টার দিকে প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী ব্যানার নিয়ে ও হল উদ্ধারের দাবিসংবলিত বিভিন্ন ধরনের ফেস্টুন নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। মিছিলটি কয়েকবার ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এ সময় শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নানা ধরনের স্লোগান দেয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মিছিলটি মূল গেট দিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ মূল গেট আটকে দিলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

বিক্ষোভে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা জানায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি হল বেদখল হয়ে থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়কে অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী চরম আবাসিক সঙ্কটে থাকলেও কর্তৃপক্ষ বেদখল হওয়া হলগুলো উদ্ধারের জন্য ইনভেন্টি কাজের নামে সময়ক্ষেপণ শুরু করেছে। তাই বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে বেদখল হলগুলো উদ্ধার করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা দেয়ার দাবি জানান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করতে রাজনৈতিক চক্র শিক্ষার্থীদের দিয়ে এ কাজ করাচ্ছে। তিনি বলেন, কারা এ কাজ করাচ্ছে তা আমরা অবগত।